দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..22 SEP 2007...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সম্পাদকীয়

কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি

প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি তরুণ সমাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারি চাকুরীর অপ্রতুলতার কারণে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেকে গড়িয়া তোলার প্রত্যাশায় তরুণদের অনেকেই কারিগরি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করিয়াছে। ওয়েলডিং, ইলেকট্রিকের কাজ, সেলাই ও কনফেকশনারি ব্যবসার প্রতিও শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা আগ্রহী হইয়া উঠিতেছে। শুধুমাত্র ঢাকা নগরীতেই গড়িয়া উঠিয়াছে ২০টিরও বেশি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার। এদিকে মেয়েরা স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে ঘরেই ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া তুলিতেছে। এসবই উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার। বেকারত্ব মোচনে আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচী সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আত্মকর্মসংস্থানের প্রসার ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সাধারণভাবে তরুণদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইলে তাহা অর্থনৈতিক অগ্রগতিরই সহায়ক হইবে। তবে কারিগরি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিই কেবল বড় কথা নয়, ইহার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার মানের বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারিগরি শিক্ষার বর্তমানের বিশেষ চাহিদা মিটানোর জন্য বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করা নিঃসন্দেহে কাম্য। তবে সেগুলি যাহাতে উপযুক্ত মান রক্ষা করিয়া পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থাটাও অবশ্যই কাম্য। এক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন।

কর্মসংস্থানের সংকট মোচনের লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার বাঞ্ছনীয়। কারিগরি শিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রাখিয়া এ ব্যাপারে সমন্বিত ব্যবস্থাও বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ আরো সম্প্রসারিত হওয়া কর্তব্য। বর্তমানে দেশে যে কারিগরি শিক্ষার চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকারি উদ্যোগে যেমন আরো প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজন রহিয়াছে তেমনি উপযুক্তমানের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোগে ব্যাপকভিত্তিক সরকারি সহায়তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। তরুণদের মধ্যে হতাশা মোচনেও কাগিররি শিক্ষা যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে।

যে দেশে ও যে সমাজে কর্মসংস্থানের অভাব একটি বড় সমস্যা ও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বিপুল সে দেশে কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যে কত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তাহা ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা মনে করি, এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের আরো ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। এই গ্লোবালাইজেশনের যুগে উন্নত, আধুনিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করা অবান্তর। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যেখানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং যোগ্যতা ও দক্ষতাই যেখানে উন্নতি ও সাফল্য অর্জনের ভিত্তি সেখানে উন্নত প্রযুক্তিগত ও কারিগরি শিক্ষার বিষয়টি অবশ্যই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। আশা করি, সংশ্লিষ্ট সকলেই কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে অধিক মনোযোগী ও যত্নশীল হইবেন।